গ্রামীণ মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, স্থাপত্য ও লোক ঐতিহ্য

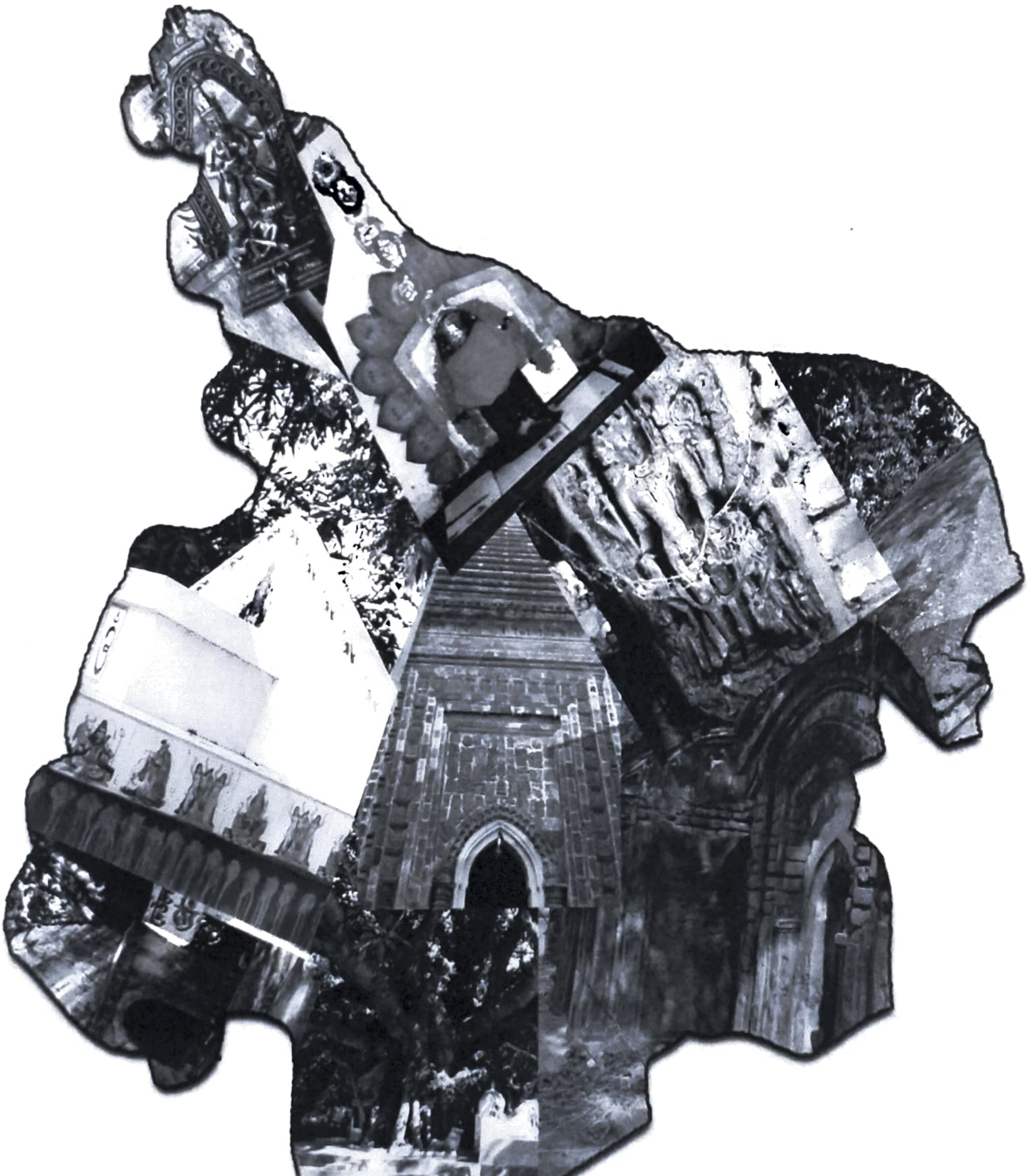

সম্পাদনা : ড. সোমা মুখোপাধ্যায়

গ্রামীণ মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, স্থাপত্য ও লোক ঐতিহ্য

সম্পাদনা

ড. সোমা মুখোপাধ্যায়

শিল্পনগরী

বহরমপুর ।। মুর্শিদাবাদ

মুখ্য পরিবেশক আকাশ

ARCHAELOGY, HISTORY AND DISTINCTIVE FOLK TRADITIONS OF RURAL AREA OF MURSHIDABAD, WEST BENGAL

Price : Rs. 150/- only

প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট, ২০১৭

প্রকাশক : অভিজিৎ রায়

গ্রন্থস্বত্ব : পাঁচথুপী হরিপদ গৌরীবালা কলেজ

প্রচ্ছদ : অভিজিৎ রায়

মুদ্রণ : আকাশ ।। ৫২/জি/১, ডলি আবাসন ।। বাবুপাড়া
গোরাবাজার ।। বহরমপুর ।। মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১
ফোন : ০৩৪৮২-২৫৬২৫৬ / ৯৪৩৪২৫৬৩৫৬
E-mail : aakaashpublishers@gmail.com

ISBN : 978-93-84383-70-1

বিনিময় মূল্য : ১৫০্টাকা

অর্থানুকূল্যে :

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

University Grants Commission

INTACH

Indian National Trust for Art and Cultural Heritage

সূচি

- বাংলার টেরাকোটা বৈচিত্র ও কৃষ্ণ লীলা ।। কমল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪
- ফতেসিং পরগণা ও ফতে হাড়ির বৃত্তান্ত ।। পুলকেন্দু সিংহ ১৮
- মঙ্গলকাব্যে বড়ঞা অঞ্চল ।। বালকনাথ ভট্টাচার্য্য ২৫
- কর্ণসুবর্ণ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তন একটি বিশ্লেষণ ।। সোমা ঠাকুর ৩৩
- পাঁচথুপীর যাত্রাপথ ।। শম্পা লাহা ৩৮
- পাঁচথুপীর সঙ একটি হারানো ঐতিহ্য ।। ড. প্রিয়নাথ ঘোষ হাজরা ৪১
- শরীয়তি মতে মুসলিম বিবাহ ।। আতাহার হোসেন ৪৫
- গাজন উৎসব ।। অজিত কুমার লাহা ৪৯
- চড়ক মেলা ।। মৌমিতা ধর ৫২
- ইতিবৃত্তে জজান ।। প্রশান্ত কুমার দাস ৫৪
- প্রাচীন ঐতিহ্য ও জনশ্রুতির কেন্দ্র - কুলি ।। অভিজিৎ মণ্ডল ৫৭
- ইতিহাসের আলোকে মুর্শিদাবাদের রোগ-মহামারি : ব্রিটিশ জনস্বাস্থ্য নীতি ও দেশীয় লোকবিশ্বাস ।। অরিজিৎ কুণ্ডু ৬২
- শশাঙ্কের আমলে বঙ্গশিল্প সংস্কৃতি ।। পম্পি সিদ্ধান্ত ৬৯
- কতিপয় গ্রাম সমীক্ষা ৭১-৮১
- যোগীন্দ্রনাথ সরকার : জন্মসার্ধশতবর্ষে পুনর্নব ।। ড. কাকলী ধারা মণ্ডল ৮২
- চিন্তার রাজনীতি ।। মিন্টু মণ্ডল ৯৫
- লেখক পরিচিতি ।। ৯৯

শশাঙ্কের আমলে বঙ্গশিল্প সংস্কৃতি

পম্পি সিদ্ধান্ত

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে প্রথম থেকে (৬০৬)-৬২৯ শতান্তরে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক ছিলেন পূর্ব ভারতের সার্বভৌম অধীশ্বর। এই সময়ে কর্ণসুবর্ণ মহানগরীকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম গৌড়রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শশাঙ্ক শাসিত অঞ্চলে বিশেষত বঙ্গ সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ-ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম দুয়েই বিশেষ প্রচলনছিল। হিউয়েন-সাং কর্ণসুবর্ণ ও তার উপকণ্ঠে একাধিক অশোকস্তম্ভ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তার মধ্যে একটি স্তূপ ছিল রক্তমৃত্তিকা বিহারের সন্নিকটে। কিন্তু বাংলার কোথাও অশোক নির্মিত স্তূপের ভগ্নাংশ এখনও পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি, তবে ভবিষ্যতে আবিস্কৃত হবে না একথাও বলা যায় না।

মুর্শিদাবাদ জেলার রাজবাড়িডাঙ্গা নামক প্রত্নস্থলে উৎখননের ফলে বৌদ্ধ মন্দির ও সৌধের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। এখান থেকে পাওয়া গেছে লেখসম্বলিত পোড়ামাটির বেশ কয়েকটি শীলমোহর। শীলমোহরের লেখ থেকেই জানা গেছে উৎখনিত এই প্রত্নস্থলেই ছিল রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের অবস্থান। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে বাংলায় কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত রক্তমৃত্তিকা-সংঘারামই বৃহত্তম জ্ঞানপীঠ ছিল। প্রবাস্তবক ও বুরুশ ছিল এই সংঘারামের বৈশিষ্ট্য। হিউয়েন সাং-এর বিবরণ অনুসারে রক্তমৃত্তিকা সংঘারামই পুণ্যশ্লোক ও প্রখ্যাত সন্ন্যাসীদের শরণা ছিল।

এই বিহার ছাড়াও রাজবাড়িডাঙায় উৎখননের ফলে আবিস্কৃত হয়েছে ইস্টকনির্মিত মনোরম সৌধের ধ্বংসাবশেষ। দেখা গেছে রাজবাড়িডাঙ্গায় প্রতিটি মন্দির প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে উন্মুক্ত প্রাঙ্গন এবং চারকোণে সমচতুষ্কোনাবারের ক্ষুদ্রায়তন মন্দির সদৃশ সৌধ কেন্দ্র প্রধান মন্দির প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবিস্কৃত মন্দিরের মধ্যে পঞ্চায়তন মন্দিরটি উল্লেখের দাবি রাখে। কেন্দ্রের ত্রিরথ-মন্দির এবং গর্ভগৃহের নির্মাণ কৌশল প্রশংসা করার মতো। ইষ্টকনির্মিত বেষ্টনী দেওয়ালের বহিরাংশের প্রতিমাধার পংক্তি সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। দেওয়ালে সমকোণ, অর্ধচন্দ্রাকৃতিও অলংকৃত

ইটের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আরও বহু মন্দির ও সৌধ ছিল যেখানে দেওয়াল চুনের পলেস্তারায় আচ্ছাদিত ছিল। চুনের পলেস্তারার উপর অনেকসময় রক্তমৃত্তিকার প্রলেপ দেওয়া হত।

রাক্ষসডাঙ্গা ও রাজবাড়ি ডাঙ্গায় উৎখননের ফলে বহু মনোরম ভাস্কর্য নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে। এরমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বুদ্ধের স্টাকো-মুন্ড। মুন্ডগুলোর গঠন প্রণালী ও লাবণ্য মনোমুগ্ধকর। এছাড়াও রাজবাড়িডাঙ্গায় উৎখননের পাওয়া গেছে লিপি-সংবলিত পোড়ামাটির অসংখ্য শীলমোহর। শীলমোহরে ধর্মচক্রের দুইপাশে হরিণ-যুগল, গো ও স্তন্যপাণরত গো-বৎস, পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদির চকমপদ রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায় যা শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয়ক।

ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শশাঙ্কের শাসনাধীন বাংলার অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তম শতকের বাংলার ধর্মীয় সম্প্রীতি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অগ্রগতি, ললিতকলার উৎকর্ষ, শিক্ষানিকেতন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বঙ্গ সংস্কৃতিকে গৌরবের শিখরে আরোহন করতে সক্ষম করেছিল। আর এই অগ্রগতির অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন মহারাজাধিরাজ বাংলার সার্বভৌম শাসক শশাঙ্ক।

সূত্র :

১। বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) — রমেশচন্দ্র মজুমদার।

২। ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ থেকে মধ্য যুগ) — গৌরীশঙ্কর দে, শুভ্রদীপ দে